

লাইব্রেরি

বইয়ের খোঁজে

‘স’ ত্রিকার বৈদগর্ভ ও চিং প্রকর্ষের অধিকারী হতে হলে লাইব্রেরির সঙ্গে অন্তরঙ্গতা সৃষ্টি করা প্রয়োজন। লাইব্রেরিই মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে ভ্রমণ করতে পারে। জ্ঞান অন্বেষণের জন্য লাইব্রেরির মতো এত সহজ আর পরিপূর্ণ জায়গা মনে হয় খুব কম আছে। যে বাড়িতে একটি লাইব্রেরি আছে সে বাড়ির সামাজিক, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য থাকে অনেক বড়, ধরে নেয়া যায় সে বাড়ির সদস্যরা এক একজন পরিপূর্ণ ও আধুনিক মানুষ। বিশেষ করে ছাত্র জীবনে লাইব্রেরির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা একজন শিক্ষার্থীর জন্য অপরিহার্য। ভাল রেজাল্ট করাই শুধু নয়, সব বিষয়ে খোঁজখবর নিয়ে একজন তথ্যসমৃদ্ধ মানুষ হবার পিছনে লাইব্রেরির অনুপ্রেরণা সবচেয়ে বেশি। তাছাড়া কর্মজীবনে যেতে হলে পড়াশোনার

জাহিদুল আলম

বাইরে যে যে বিষয়ে জ্ঞান আহরণ দরকার, লাইব্রেরি একজন মানুষকে সেসব বিষয়ে সাহায্য করতে পারে। রাজধানী ঢাকা শহরের কয়েকটি লাইব্রেরির খোঁজখবর আপনার পাঠান্ত্যাস গঠনে, জ্ঞান ও জ্ঞানার চাহিদা মেটাতে সাহায্য করবে।

কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরি : শাহবাগস্থ জাতীয় যাদুঘর সংলগ্ন কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরি শুক্রবার বন্ধের দিন বাদে অন্য দিনগুলোতে সকাল হতে রাত ৮টা পর্যন্ত সবার জন্য উন্মুক্ত থাকে। এখানে কোন নিয়মের ভিত্তিতে সদস্য হতে হয় না। সব বয়সের পাঠক পড়াশোনা করতে পারেন। পাঠকদের কোন চাঁদাও পরিশোধ করতে হয় না। এখানে দৈনিক সংবাদপত্র থেকে শুরু করে পৃথিবীর প্রায় সব দেশ থেকে নামী-দামী বই সংগ্রহ করা আছে এবং হচ্ছে। এই লাইব্রেরিতে যেহেতু সদস্য বলে কিছু নেই

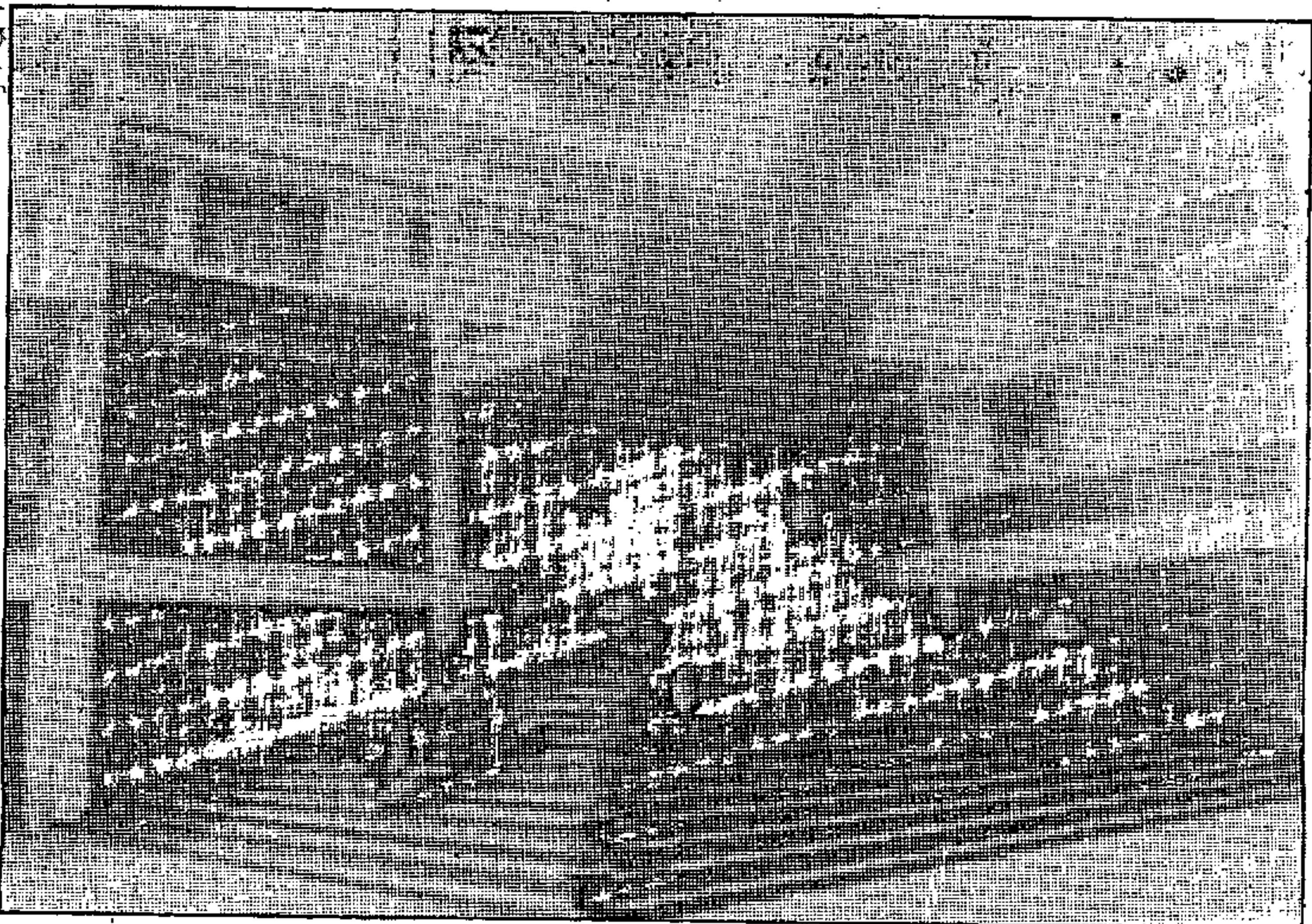
সাবেক পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক আইন পরিষদ গেজেট, ১৯৩৭ সাল থেকে ৪৭ সাল পর্যন্ত বেঙ্গল আইন পরিষদ গেজেট, ১৯৪৮ সাল থেকে ৭১ পর্যন্ত পাকিস্তান গেজেট এবং একই সময়ের ঢাকা গেজেট, বিভিন্ন সময় জারিকৃত এ্যাট অধ্যাদেশ, রাষ্ট্রপতি আদেশ, সামরিক আইন আদেশ, সামরিক আইন বিধি ইত্যাদি এ লাইব্রেরিতে সংগৃহীত আছে। ১৯৭৪ সাল থেকে যত দৈনিক পত্রিকা ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়েছে তার প্রতিটির সংকলন লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত আছে। কর্তৃপক্ষের অনুমতিসাপেক্ষে লাইব্রেরি ব্যবহার করা যায়।

মহানগর লাইব্রেরি : জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র কর্তৃক পরিচালিত ‘মহানগর পাঠাগার’ ওসমানী উদ্যানের পূর্ব-দক্ষিণ পাশে গোলাপ শাহ মাজারের কাছে অবস্থিত। বিভিন্ন প্রকারের বই ও বিদেশী পত্রিকা ছাড়াও এখানে নিয়মিত ১৭টি দৈনিক, ৭টি সাপ্তাহিক, ৩টি পাক্ষিক ও ৫টি মাসিক পত্রিকা রাখা হয়। এ লাইব্রেরির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—এখানে বিভিন্ন জাতীয় পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত চাকরির বিজ্ঞানসমূহ সংরক্ষণ করা হয়। শনিবার থেকে বুধবার সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত এবং বৃহস্পতিবার দুপুর একটা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত সকল স্তরের পাঠকের জন্য খোলা থাকে। এক শ’ টাকা জমা দিয়ে এ লাইব্রেরির সদস্য হওয়া যায়। বই ধার নিতে হলে প্রতি বইয়ের জন্য জামানত হিসাবে ১০০ টাকা জমা দিতে হয়।

আইসিডিডিআরবি লাইব্রেরি : আইসিডিডিআরবি লাইব্রেরিটি অত্যন্ত সমৃদ্ধ। মহাখালীতে অবস্থিত লাইব্রেরিতে বইয়ের সংখ্যা প্রায় ২৪ হাজার। অধিকাংশ বই ডায়রিয়া রোগ, পুষ্টি, জনসংখ্যা তত্ত্ব এবং পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কিত। ছাত্র-শিক্ষক, বৈজ্ঞানিক, ডাক্তার ও সাংবাদিকগণ এ লাইব্রেরি ব্যবহার করতে পারেন। স্বাস্থ্য বিষয়ক পাঠ্যক্রমের জন্য এখানে যোগাযোগ করতে পারেন।

গণউন্নয়ন গ্রন্থাগার : যে কোন বয়সের ব্যক্তি ফেরতযোগ্য ২০০ টাকা চাঁদা এবং ১০ টাকা ভর্তি ফী দিয়ে লাইব্রেরির সদস্য হতে পারেন। সপ্তক কর্মদিবসে শীতকালে সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত এবং গ্রীষ্মকালে সকাল ৯টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত এ লাইব্রেরি খোলা থাকে। শুক্রবার সাপ্তাহিক বন্ধ। এ লাইব্রেরিটি ধানমন্ডি আবাসিক এলাকার সড়ক নং ১৪/এ-এর ৩৯ নং বাড়িতে অবস্থিত।

ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরি : এ লাইব্রেরিটি যুক্তরাজ্য সরকার কর্তৃক পরিচালিত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফুলার রোডে অবস্থিত



তাই পাঠক কোন বই ধার নিতে পারবেন না; শুধুমাত্র লাইব্রেরিতে বসে পড়াশোনা করতে পারবেন। তবে কোন বই বা বইয়ের কোন অংশ বা যে কোন বিষয় প্রয়োজনীয় মনে করলে ফটোকপি করে নিতে পারেন। এ জন্য তাঁকে নির্দিষ্ট মূল্য পরিশোধ করতে হবে। ফটোকপি ব্যবস্থা কর্তৃপক্ষ করে থাকে। **বাংলা একাডেমী লাইব্রেরি :** বাংলায় আবহমান থেকে বাংলা সংস্কৃতি ইতিহাস সম্বন্ধে জ্ঞান-পালনের লক্ষ্যে বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠিত। বাংলা ভাষা সংস্কৃতি আর ইতিহাসের উৎকর্ষকে ছড়িয়ে দেয়ার প্রয়াসে গড়ে উঠেছে প্রায় ৮৫ হাজার মূল্যবান পুস্তক সংবলিত বাংলা একাডেমী লাইব্রেরি। এ লাইব্রেরিটি একাডেমী প্রাঙ্গণে বর্ধমান হাউসের নিচতলায় অবস্থিত। লাইব্রেরিটি বাংলা একাডেমীর আজীবন সদস্য, সাধারণ সদস্য এবং ফেলোগণ যে কোন সময় ব্যবহার করতে পারেন। এছাড়াও কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে এমফিল ও পিএইচডি পর্যায়ে যে কোন ফেলো সংশ্লিষ্ট গাইডের সুপারিশক্রমে এবং যে কোন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের অফিসিয়াল গবেষণার কাজে ব্যবহার করতে পারেন। সরকারী ছটির দিন ব্যতীত লাইব্রেরি সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত খোলা থাকে। পত্রিকা বিভাগ খোলা থাকে আড়াইটা পর্যন্ত।

জাতীয় সংসদ লাইব্রেরি : জাতীয় সংসদ ভবনের নিচতলায় রয়েছে জাতীয় সংসদ লাইব্রেরি। এ লাইব্রেরিতে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর দেশী-বিদেশী প্রায় পঞ্চাশ হাজার বই সংরক্ষিত আছে। দূরপ্রাচ্য বইয়ের মধ্যে ১৯৪৭ থেকে ৬১ সাল পর্যন্ত পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ গেজেট, ১৯৪৮ থেকে ৬১ পর্যন্ত

লাইব্রেরিটি দীর্ঘদিন ধরে এ দেশের বিভিন্ন বয়সী শিক্ষার্থীদের আন্তর্জাতিক ভাষা আয়ত্তসহ অন্যান্য শিক্ষণীয় বিষয়ে সহযোগী ভূমিকা পালন করে আসছে। এখানে সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রে বয়স কিংবা শিক্ষার কোন নির্দিষ্ট স্তর নেই। যে কোন বয়সের ছাত্রছাত্রী এ লাইব্রেরির সদস্য হতে পারে। সদস্য হওয়ার জন্য ছাত্রছাত্রীদেরকে নিজ বিভাগ, শিক্ষায়তন প্রধানের সুপারিশসহ নির্দিষ্ট ফরমে আবেদন করতে হয়। চাকরিজীবীদের প্রতিষ্ঠান নির্বাহীর সুপারিশসহ আবেদন করতে হবে। আবেদনপত্রের সাথে ছাত্রদের এককালীন ২৫০ টাকা এবং অন্যদের জন্য ৪০০ টাকা বার্ষিক চাঁদা জমা দিতে হয়। এক বছর পর পর সদস্য পদ নবায়ন করতে হয়। বছরের যে কোন সময় সদস্য হওয়া যায়। যে কোন প্রতিষ্ঠান ২০০০ টাকা দিয়ে এক বছরের জন্য লাইব্রেরির সদস্য হতে পারে। একজন সদস্য সর্বোচ্চ ৪টি বই তিন সপ্তাহের জন্য ধার নিতে পারেন। একই সাথে সদস্যগণ বিভিন্ন বিষয়ের ওপর ডকুমেন্টারি ও ফিচার ফিল্ম লাইব্রেরিতে বসে দেখতে পারেন বা বাসায় নিয়ে যেতে পারেন। লাইব্রেরি বৃহস্পতি ও শুক্রবার বন্ধ এবং অন্য পাঁচ দিন সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত খোলা থাকে।

ইউসিস লাইব্রেরি : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তথ্য বিভাগ (ইউসিস) লাইব্রেরি যুক্তরাষ্ট্র সরকার কর্তৃক পরিচালিত। ইউসিস হচ্ছে ইউনাইটেড স্টেটস ইনফরমেশন সার্ভিস। ইউসিস এ দেশে বেশ কয়েক বছর শিক্ষামূলক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। ঢাকার ১০ নং দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকার জীবন বীমা ভবনে ইউসিস লাইব্রেরি অবস্থিত।